ব্রি-৩৩ ধান কাটায় ব্যস্ত কৃষকেরা (বাঁয়ে); কাটা শেষে সেই ধান বাড়ি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ছবিটি শুক্রবার গঙ্গাচড়া সদর ইউনিয়নের নবনীদাশ এলাকা থেকে তোলা
—প্রতিনিধি

ব্রি-৩৩ ধান ঘরে তোলা শুরু

গঙ্গাচড়ায় মঙ্গা জয়ের আভাস

গঙ্গাচড়া (রংপুর) প্রতিনিধি

মঙ্গাপীড়িত রংপুরের গঙ্গাচড়ায় এ বছর কার্তিকের আকাল নেই। স্বল্পমেয়াদি ও আগাম জাতের ব্রি-৩৩ ধানের ব্যাপক আবাদ হওয়ায় কৃষকের ঘরে নতুন ধান উঠতে শুরু করেছে। এ ছাড়া ধান কাটা ও মাড়াইয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে কর্মহীন মানুষের।

প্রতিবছর আশ্বিন-কার্তিক মাসে এখানকার প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের মজুদ খাদ্যশস্য ফুরিয়ে যায়। আমন ধান কাটার আগ পর্যন্ত তিন মাসজুড়ে তারা চরম অভাবে থাকে। এলাকায় কোনো কাজ না থাকায় শ্রম বিক্রিরও কোনো সুযোগ থাকে না। কার্তিক মাসে এ সমস্যা আরও প্রকট আকার ধারণ করে। কিন্তু এ বছর ব্রি-৩৩ ধানের ফলন কৃষকদের মনে আশা জাগিয়েছে। গঙ্গাচড়ার কৃষকেরা মনে করছে, এবার মরা কার্তিক ভরা কার্তিকে পরিণত হবে।

গত শুক্রবার সরেজমিনে দেখা গেছে, প্রচলিত আমন ধান কাটা ও মাড়াই শুরু হতে আরও প্রায় দেড় মাস বাকি। মাঠে সবুজ ধানক্ষেতের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে সোনালি ব্রি-৩৩ জাতের আমন ধান। কোথাও কোথাও ধান কাটায় কৃষকেরা ব্যস্ত। 'মঙ্গার ধান' (মঙ্গার সময় ঘরে তোলা যায় বলে কৃষকেরা এ নামে ডাকে) কাটছিলেন গজঘণ্টা ইউনিয়নের তেলিপাড়া গ্রামের ফারুক হোসেন। তিনি বলেন, 'এই ধান না আসলে হামাক না খায়া থাকা নাগিল হয় বাহে।'

কিসামত হাবু গ্রামের কৃষক কমল কান্ত রায় এক একর জমিতে ব্রি-৩৩ ধান লাগিয়েছিলেন। ধান পেয়েছেন ৪২ মণ। তিনি জানান, প্রচলিত বিআর-১১ মুক্তার চেয়ে ফলন সামান্য কম। কিন্তু মাস দেড়েক আগে এ ধান কাটতে পেরে তিনি খুশি। দু-এক দিনের মধ্যে ধান কাটবেন বলে জানালেন মর্নেয়া ইউনিয়নের আলাল চরের কৃষক আজাহার আলী ও মমতাজ উদ্দিন।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জিয়াউল হক জানান, কয়েক বছর ধরে ছিটেফোঁটা আবাদ হলেও এ বছর উপজেলায় সর্বোচ্চ দেড় হাজার হেক্টর জমিতে ব্রি-৩৩ ধান আবাদ হয়েছে। হেক্টরপ্রতি ফলন হয়েছে ১১২ থেকে ১১৫ মণ। ধান কাটার পর কৃষকেরা আবার ওই জমিতে আগাম আলু, সরিষা বা গমের চাষ করতে পারবে।